International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics (IBJCAL), eISSN: 2582-4716
https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/issue/view/47
VOLUME: VIII, ISSUE: 2 || June, 2026 || Double Blind Peer Reviewed || pp 11-20



International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
eISSN: 2582-4716

Mahasweta Devi's Chotti Munda and His Arrows as a representation of the marginalized class: Colonial reactions and protests

প্রান্তিকশ্রেণির প্রতিনিধিত্বে মহাশ্বেতা দেবীর চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর: ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ

শামীমা আক্তার মীম (Shamema Akter Meem)
সহকারী গবেষক, ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এডিটিং (IRE), গবেষণা বিভাগ, লালমাটিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
Email: shamimaaktermeem4@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Received: 14.02.2026
Revised: NA
Accepted: 05.04.2026
Published: 30.06.2026

Keywords

Bengali novel
Colonialism
Imperialism
Capitalism
Arrow
Mahasweta Devi

ABSTRACT

Victory and defeat lie in the dialectic of created literature. Colonialism is the abuse of arbitrary power by the hegemon to establish authority and empire. Protest is an expression of the awakened spirit to overcome other crises. In that context, Mahasweta Devi's (1926-2016) novel Chotti Munda and His Arrow (1980) aims to fill the research gap and is eternal in its destruction of misrule and creation of good sense. The achievement of this research work is to raise a distorted picture of colonialism by applying qualitative methods, and to enrich the article with the transformation of individuals and society.

১.০ ভূমিকা

উপন্যাস জীবন নির্ভর সাহিত্য। এ শিল্প বাস্তবতার নিরিখে সমসাময়িক অথবা পূর্বোক্ত ঘটনার ইতিহাস ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপনের অন্যতম মাধ্যম। বস্তুত, এ শিল্প স্বদেশ-সমকাল-সমাজ ও প্রকৃতিকে ভিত্তি করে ব্যক্তি মানুষের অশুভবৃত্তি ও বিদ্রোহাত্মক রূপায়ণ। এ প্রসঙ্গে Ralph Fox -এর মন্তব্য:

> *The novel is the epic-form of our modern, bourgeois society....It did not exist, except in very, rudimentary form before that modern civilisation whice began with the renaissance and like every new art-form it has served its purpose extending and deepening human consciousness.* (ঘোষ, ২০১৪: ১০১)

ফরাসি বিপ্লব, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জন, রেঁনেসার উদ্ভবে মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথ বিকশিত হয়। বুর্জোয়া সমাজ সৃষ্টির ফলে নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ পরিবর্তনে সচেতন হয়। ফলে, ব্যক্তি স্বাধীনতায় আত্মস্থ হয়ে উগ্র সামান্তবাদ সমাজ কাঠামো বিচূর্ণে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ব্যাপক বিপর্যয় সাধিত হয়। জনজীবন ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়। সমাজ কাঠামো বিধ্বস্ত হয়। ন্যয়পরায়ণতা, মূল্যবোধ ও পূর্বোক্ত ধ্যান-ধারণায় ভাঙন দেখা দেয়। সাহিত্যিক সম্প্রদায় উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদীদের লাঞ্ছনা, বঞ্চনা এবং উপেক্ষার ঘূর্ণাবর্তে বিরাগপূর্ণ হয়ে সমসাময়িক ঘটে যাওয়া বিপর্যস্ত সময়কে তুলে ধরেন। একদিকে ব্রিটিশদের শ্বাসরুদ্ধকর নির্যাতন অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ দামামার অস্থির অরাজকতা ৫০' পরবর্তী উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়। যার প্রেক্ষিতে, "প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের মাধ্যমে বুর্জোয়া মানবতাবাদী ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মার্কসবাদী জীবনদর্শন ও সাহিত্য-শিল্পভাবনার অনুশীলন চক্র গড়ে ওঠে।" (খান, ১৯৯৭: ২৩) এ ক্রমধারায় ঔপন্যাসিক উক্ত প্রবন্ধে ইতিহাস ও প্রান্তিকশ্রেণির অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করে স্বেচ্ছাচারী শাসনের নিপীড়ন, বিশৃঙ্খল আইনানুগ রীতিনীতি, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অসাধু মনোবৃত্তি, হঠকারিতা, বৈষম্যের বেড়াজাল সহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। কার্যত, তিনি চোখে দেখা ধ্রুব সত্যতাকে প্রতীকীর মাধ্যমে তুলে এনে ছেঁড়া লিপি জীবন অনুপাঠে বিপ্লবাত্মক অগ্নি ও ঐক্যবদ্ধ বিজয়কে একই কেন্দ্রবিন্দুতে সন্নিবদ্ধ করেন।

২.০ গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী ও উদ্দেশ্য

মুন্ডা বিপ্লবের মূলে ছিল ভাতের স্বপ্ন। এ যেন কথিত, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। যার প্রভাব পূর্বে ও বর্তমানে সদা ভাস্বর। সেই জায়গা থেকে গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্নে, ঔপন্যাসিকের মিত্রভাষী আত্মকথার বিবৃতিতে আদিবাসীর প্রতিকূল জীবন চিত্রায়ন, ভারতীয় সমকালীন ইতিহাস ও ভোগৌলিক পাঠ পর্যালোচনা এবং শাসকের শোষণক্রিয়া ও নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠীর প্রতিবাদ একই দৃশ্যপটে বর্ধিত হবে। অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধের প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানে প্রবন্ধটিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে,

ক. শোষক শ্রেণির শাসনক্রিয়া বিশ্লেষণ।

খ. ক্ষমতাবান ও পুঁজিবাদী সমাজের চিত্র বর্ণন।

গ. দাসত্বের শৃঙ্খলে জনজীবনের নেতিবাচক প্রভাব মূল্যায়ন।

ঘ. দক্ষ তীরন্দাজ চোট্টির অপ্রতিরোধ্য দৃঢ়তা অবলোকন ও

ঙ. ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সম্মিলিত ঐক্য শক্তির তেজস্বিতা পর্যবেক্ষণ।

৩.০ গবেষণা পদ্ধতি

এ অভিসন্দর্ভকর্মটিতে MLA (The Modern Language Association of America) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণার ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, পাঠ বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক রীতি অবলম্বনে ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতার স্বরূপ দর্শনে স্বৈরাচারী বর্বরতা, মুখ্য চরিত্র চোট্টি মুন্ডার সামাজিক-রাষ্ট্রীয় অবস্থান ও তার ফলাফল উল্লেখিত প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত এবং কতটা সাহিত্যমানে উত্তীর্ণ সে বিষয় নির্দেশিত হয়েছে।

৪.০ তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

এ প্রবন্ধ ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদে ১৯০০ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবন পরিবর্তনের আলেখ্য। দীর্ঘ কাহিনি, দস্যুবৃত্তি ও নায়কোচিত চরিত্রের পাশাপাশি মানুষ্য জীবন দর্শন এ উপন্যাসের মুখ্যকর্ম। এ অনুসঙ্গে Ralph Fox এর অভিমত, "It is the prose of man's life, the first art to attempt to take the whole man and give him expression." (D×...Z, gvIjv, 2009: 17) চোট্টি মুন্ডা একজন প্রতীকী ব্যক্তি। তার তীরই ছিল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিদ্রোহকে জাগ্রত রাখার অন্যতম হাতিয়ার। এই অস্ত্রের মধ্য দিয়েই অধিকার, স্বাধীনতা ও স্বাধীকারের বীজ রোপিত হয়েছে। বিরসার মৃত্যুতে যুদ্ধের সমাপ্তি হয়নি, অসমাপ্ত কার্যক্রম অন্যের হাতে অর্পিত হয়েছে। জীবন কখনো একসূত্রে বাধা থাকে না। প্রায় নিশ্চিহ্ন সুতোর সংস্পর্শে নতুনের বিনির্মাণ হয়। মহাশ্বেতা ভারতীয় ঔপনিবেশিক শক্তির ভয়াবহতা ও প্রতিরোধকে প্রত্যক্ষভাবে দাখিল করে খন্ড খন্ড জীবনকথায় অনন্য সাধারণরূপে গড়ে তুলেছেন। এ সম্পর্কে বদরুন নাহারের ব্যক্ত প্রয়াস:

> *যেভাবে তথাকথিত 'এলিট', শ্রেণির বিপরীতে সাব-অলটার্ন গোষ্ঠী সব সময় শোষিত হয় এবং শাসন-প্রক্রিয়ার শিকার হয়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলে চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর উপন্যাসের আখ্যানে সেই রূপ প্রতিবাদ আমরা দেখছি।* (নাহার, ২০১৬: ৯)

সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে কলকাতাকে কেন্দ্র করে নগরায়ণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। মানবিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, শিক্ষা, সমাজ সচেতনতা প্রভৃতি বৃদ্ধির ফলে মনুষ্য সমাজ জীবনে জটিলতার সৃষ্টি হয়। সাধারণ বিপ্লবী অধিকারচিত্ত মানুষ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ইউরোপীয় আধিপত্যবাদীদের পদতলে পিষ্ট হতে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় স্বাধীনতার পরবর্তী সত্তর দশকেও শাসকের মাঝে ভ্রষ্টাচার নিহিত ছিল।

১৯২৪ সালে চোট্টিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তীরথনাথ শুধুমাত্র লোক দেখানো সাহায্য করে রায়সাহেব খেতাবে ভূষিত হয়েছে। অর্থাৎ, কোনো কিছু পাওয়ার বিনিময়ে তার এই বহুরূপী খোলস পরিধান। ১৯৩০ সালে যান্ত্রিক আধুনিকতার অভ্যুদয় হলে ট্রেন হত দরিদ্র্যের নিকট দূর থেকে দেখার সামগ্রী হয়েছে। সেখানে স্থান পেয়েছে পুলিশ ও সাদা টুপি পরিহিত গান্ধী রাজার চেলারা। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন ও ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবন স্পর্শের অতীত ছিল। ১৯৫০ এ খরা দেখা দিলে চোট্টিতে জলের জন্য হাহাকার পড়েছে। ঔদ্ধত্যবাদীর কুয়োয় চুক্তিভিত্তিক জল পাওয়া গিয়েছে অর্থাৎ জল নেও, বেঠবেগার দেও। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধিকার প্রতিষ্ঠায় রক্ত দিয়েও সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। শাসক-শোষক শ্রেণি বারংবার বিদ্রোহের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ফলশ্রুতিতে প্রাবন্ধিকের লেখা হয়ে উঠেছে, "অন্ত্যজ শ্রেণির ঐতিহাসিক দলিল। সাহিত্য চর্চার সমান্তরালে তিনি রচনা করেছেন জনবৃত্ত অন্বেষণের বিকল্প ইতিহাস।" (খাতুন, ২০২৩: ১৬০) ১৯৬২ ও ১৯৬৭ এর নির্বাচন এবং ১৯৭০ এর নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমাজ ও রাষ্ট্র পৈশাচিকতার পরিচয় দিয়েছে। ১৯৭৫ সালে বেঠবেগার বন্ধ রহিতকরণে অর্ডিনান্স জারি হলেও আইন বলবৎ হয়নি। গান্ধী পতনে ১৯৭৭ সালে পুনরায় নির্বাচন হলে সরকার হিংসার পরিবর্তে অহিংসা, জনতার

ধৈর্যধারণ ও আইনের প্রতি আস্থা রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেও সবই কুৎসিত মুখোশের প্রচ্ছন্নতা ছিল। কেবলমাত্র রাজনৈতিক নাম পরিবর্তনে ভিন্নধর্মী ধ্বংসযজ্ঞের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। তাদের শোষণ-বঞ্চনার বিবৃতিতে মহাশ্বেতার উপলব্ধি:

> *These people do not find anyone writing about them .... they compose the stream of event into song .... their history is like a big flowing river going some where, not about a destination.* (D×... Z, Devi, 2019: X)

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিচয়ে সম্পৃক্ত নির্দিষ্ট সীমার মাঝে আবদ্ধ গন্ডিবদ্ধ মানুষ। তারা মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে অথচ সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবৃতিতে কোনো স্বীকৃতি পায়নি। বরাবর অস্তিত্বহীনরূপে গণ্য হয়েছে। লড়াকু, বিপ্লবী ও বিদ্রোহী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার এই আত্মত্যাগ ও আত্মগ্লানি যুগ যুগান্তরের। তারা হেরে গিয়ে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। সেই প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা থেকে একাধিকবার গর্জে উঠেছে। যার প্রতিকায়িত রূপায়ণ, চোট্টিমুন্ডা এবং তার তীর- বিরসা মুন্ডা-চোট্টি মুন্ডা (উত্তরসূরি), ধানী মুন্ডা (সহযোগী)-চোট্টির নিকট তীর হস্তান্তর-চোট্টির তীর ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ঐক্যবদ্ধতার প্রতীক ও সাম্রাজ্যবাদের পতন। বিরসা ছিল সাহস, অকুতোভয়, ন্যায়পরায়ণতা ও দুঃসাহসিকতার মূর্ত স্তম্ভ। তাঁর নামের মাঝেই অমিয় তেজশক্তি ছিল। যা দ্বারা হার নয়, জয় অনিবার্য হয়েছে। ধানী ছিল তাঁর সহযোগী ও দক্ষ তীরন্দাজ। এ অনুষঙ্গে তার তীর ছোঁড়া পারদর্শীতায় প্রাবন্ধিকের মূল্যায়ন গুরুত্ববহ:

> *বিরসার মৃত্যুতে বিদ্রোহ শেষ হয় না। তাই ধানী চরিত্রটির মাধ্যমে আমি বলতে চেয়েছি যে একটি যাদু-তীর আছে, সংকীর্ণ অর্থে জাদু নয়, যে তীরটি ধানী মুন্ডা কাউকে দিয়ে দিতে চায়। এই তীরটি সেই লোকটির কাছে একটি প্রতীক, যে ধারাবাহিককে বহন করে নিয়ে যাবে। চোট্টি তারই প্রতীক।* (আরা, ২০১৮: ১১৪)

মুন্ডারা বন্দুকের প্রতি তিক্ততা প্রকাশে তীর-ধনুক দ্বারা ক্ষুদ্র জাতিসত্তার হাজার বছরের সংগ্রাম মুখর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছে। এ প্রসঙ্গে প্রণিধান, "অবশ্য ওরা তীর বা অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখতো, কিন্তু কাউকে মারতে শেখেনি। ওরা প্রকৃতিকে টিকে থাকতে সাহায্য করতো। অস্ত্র ব্যবহার করতে জানলেও, ওরা রক্ত পিপাসু নয়।" (আরা, ২০১৮: ৯৬) বিদেশি অস্ত্র তাদের কাছে স্বৈরাচারী ক্ষমতার প্রতিরূপ ছিল। যার সাহায্যে ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারিতা করা যায় অথচ একই বৃত্তে দুটি কুসুম হওয়া যায় না। চোট্টির জীবন যতই অগ্রসর হয়েছে নতুন নতুন ঘটনা সহযোগে আনন্দ, দুঃখ ও বেদনার সংমিশ্রণ ঘটেছে। শত বৈরিতার মাঝে চোট্টিগ্রামে পূর্বাপর প্রাকৃতিক নির্মমতা নেমে এসেছে। খরার প্রকোপে জনজীবনে দুর্দশা বিরাজ করেছে। অন্নের অভাব দেখা দিয়েছে। যার প্রেক্ষিতে, মুন্ডারা স্বকীয় অবস্থান থেকে অপরের দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্ধি হতে উন্মাদ হয়েছে। এরই ঠিক বিপরীতে চোট্টি বেঠবেগারী অসমর্থনে মুন্ডাদের বলেছে, "টিপ দিলে বেঠবেগারী দিতে হবে কামিয়া বনে গিয়ে।" (দেবী, ১৯৮০: ৫২) তারা উপনিবেশের চোরাবালিতে নিপতিত হয়েছে। ফলত:

> *উপনিবেশী শাসনের কারণে উপনিবেশকদের সচেতন চেষ্টায় স্থানীয়দের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ক্ষয় হতে হতে একসময়ে বিলীন হয়ে যায় অথবা মরে যায়। উপনিবেশিতের সাংস্কৃতিক শিকড়ের মৃত্যু ও সমাধি তার মনে জন্ম দেয় একরকম হীনম্মন্যতা বোধের।* (ফ্যানোন, ১৯৮০: ১৮-২০)

মুন্ডাদের সামান্য সুখের আশ্রয় হয় বসতবাড়ি যা তাদের একান্ত নিজের বলে প্রতিপন্ন হয়। এরা বেঠবেগারীতে মহাজনের কাছে বাধা থাকলেও ঘরের প্রতি তাদের মায়া কাজ করে। এ জমিকে কেন্দ্র করেই তীরথনাথের সাথে হরমুর বিবাদ সংগঠিত হয় যা, নাশকতামূলক নৈরাজ্যে পরিণত হয়। সময়ের স্রোতে মানুষ পরিবর্তিত হয়। সেই সময়ই হরমুকে দুর্জয় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করেছে। জোরপূর্বক ক্ষমতার অপব্যবহার উপনিবেশবাদ। যুগ যুগ ধরে এই রীতির ক্রমধারা চলে আসছে। এ বিষয়ে উল্লেখ্য, "অন্যের ভূমির জনগোষ্ঠী ও সম্পদের পরাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণ। (চৌধুরী, ২০১১:

১২) আধিপত্যবাদীর সহযোগী অন্যায় কাজে লিপ্ত হলে নিরাপরাধ অধিভুক্ত হয়। এ কার্যকারণবশত, তীরথনাথ অপরাধের মাপকাঠিতে শুদ্ধাচাররূপে গণ্য হয়েছে এবং হরমুর উপর সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার দায় বর্তিয়েছে। কার্যত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শহরতলী উপন্যাসে যেমন সমাজের নিম্ন শ্রেণির বাস্তব চিত্রের সমন্বয়ে মালিক ও শ্রমিকের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে সেভাবে তীরথনাথের কূটকৌশলই তাকে শাসকরূপে সর্বসম্মুখে উপনীত করেছে।

প্রাবন্ধিক ইতিহাসের পাতায় যে শোষণ বঞ্চনার প্রতিবিম্ব তুলে ধরেছেন তা বর্তমান সভ্যতা ও প্রযুক্তির যুগেও অব্যাহত রয়েছে। লেখিকা টেরোড্যাকটিলপূরণ সহায় ও পিরথা গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "আদিবাসী সমাজ নিয়ে যে যন্ত্রণাবোধ দীর্ঘকাল আমায় দগ্ধ করে, সে দহন আমার সঙ্গে চিতা অবধি যাবে।" (চক্রবর্তী, ২০১৭: ২০৮) অভাবই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমস্ত ইচ্ছে-অভিপ্সাকে গ্রাস করেছে। যা পূর্ব থেকে নির্ধারিত বা নিজেদের দ্বারা তৈরীকৃত নয় দৌরাত্ম্যবাদীদের হাতে সৃষ্ট নিস্পৃহ অভিধান। মানুষ জীবিত অবস্থায় কীর্তিমান হলেও তার গুণগুলোর বহিঃপ্রকাশ সেভাবে সাড়া সৃষ্টি করে না অথচ মৃত্যু পরবর্তী সময়ে মহৎ কর্মগুণে গুণান্বিত হয়। অর্থাৎ কীর্তিমানের কখনো মৃত্যু হয় না। তবে চোট্টি বেঁচে থাকা অবস্থায় নিজ যশগুণে প্রশংসিত হয়েছে। তাদের জীবন সহজ স্বাভাবিক ছিল না। অন্যের আনুগত্যে কঠিন থেকে অধিকতর কঠিন হয়েছে। চোট্টিকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনার পাহাড় বাঁধলেও দিন শেষে তার পরিচয় হয়েছে লালার জমিতে মজুর খাটা এক দরিদ্র চাষীরূপে। তাদের জীবন পর্যালোচনার প্রতিচ্ছবি:

> *সবই গল্প হে চোট্টি মুন্ডার জীবনে। মুন্ডাদের ভাষার লিপি নেই। তাই দ্যোতক ঘটনাগুলিকে ওরা গল্প করে কিংবদন্তী করে। গান করে ধরে রাখে। সেটাই ওদের ইতিহাস বটে।* (বর, ২০১৫: ৩৯)

মুন্ডারা প্রতি পদে পদে গোমস্তার নিকট হেনস্থার স্বীকার হয়েছে। নিজ ভূমি হতে বিতারিত হয়েছে। তাদের দুঃখের কোনো ইতি ঘটেনি। যা কালের প্রবাহে বহমান পূর্বপুরুষের সময় থেকে চলে এসেছে এবং তার ধারাবাহিকতা সমসাময়িক বর্তমানেও উপস্থিত। অথচ জীবন ধারণের মূল উপকরণই ভূমি থেকে উৎপাদিত হয়। সে কারণে বলা হয়, "Land is the most basic factor of production as well as source of wealth." (গাজী, ২০১৬: ভূমিকাংশ) তারা সময়ের বিধ্বংসী পরবাসী। ফ্রানজ্ ফেনো তাঁর *The Wretched of the Earth* গ্রন্থে সম পরিস্থিতির স্বীকার কালো কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কঠোরতর যাপিত জীবনের ইতিহাস বর্ণিত করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজ সর্বত্র অরাজকতা তৈরীতে অবিচল থেকেছে। মুন্ডারা কোনো মিথ্যাচার ও অপকর্মে জড়িত থাকেনি। লেখাপড়া না জানার প্রেক্ষিতে মহাজনের কাগজ-কলমে পরিমাপের তুলনায় অপরিমেয় মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। মূলত, তারা শিক্ষার আলো থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছে। ঋণের বোঝা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, শেষ হয়নি। যারা মিশনে গিয়ে অবস্থা পরিবর্তনে অনড় থেকেছে তাদের পরিণতিও অপরিবর্তিত রয়েছে। তাই চোট্টি বলেছে, "মোরা যেথা আছি, যেমুন আছি, তেমুন থাকি।" (দেবী, ১৯৮০: ১১৫) পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে জেলে পেশাজীবী মানুষের জীবন প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে আবর্তিত ছিল এবং জীবনযাত্রায় শিক্ষার আদর্শ মলিন ছিল। তেমনি এ উপন্যাসে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবন আধিপত্যবাদী বলয়ে রুদ্ধ হয়েছে এবং শিক্ষার আলো থেকে যোজন বিয়োজন দূরে অবস্থান করেছে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উপর অন্যায় ও অপরাধের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করেছে। অসহায় নিপীড়িত শ্রেণি বাস্তুত্যাগী হয়েছে। মুন্ডাদের নিকট দুটি পথ উন্মুক্ত ছিল, ক. নির্যাতনকে মেনে নেওয়া এবং খ. সর্বস্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে পথের ভিখারিতে উপনীত হওয়া। এরই মাঝে আগস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হয়ে সমাপ্তি ঘটে। আন্দোলনটি ছিল দিকুদের। মুন্ডাদের কখনো তাদের সমগোত্রীয় বলে মনে করেনি। ক্ষুদ্র জাতিসত্তাকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও ঐক্যবদ্ধতায় যুদ্ধে সামিল হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। তাই, "যুদ্ধ এবং স্বাধীনতায় চোট্টিদের জীবন থেকে যায় অপরিবর্তিত। চোট্টিরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখে

যায় সব।" (দেবী, ১৯৮০: ১৩০) সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সর্বত্র বিরাজমান এবং সদাচঞ্চল। ক্ষমতাকে অস্ত্র করে নিপীড়িত শ্রেণির প্রতি প্রভাব বিস্তার করে। এ ক্ষেত্রে মিশেল ফুকোর মন্তব্য স্মরণীয়:

> *It seems to me that we must distinguish the relationships of power as strategic gamesbetween liberties-strategic games that result in the fact that some people try to determine the conduct of others-and the state of domination, which are what ordinarily call power.* (বিশ্বাস, ২০২১: ৪২)

তারা পরাধীনতার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে। ভারতবাসী স্বাধীনতার স্বাদ পেলেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা পূর্বাবস্থায় ছিল। চোট্টির আত্মঅহংবোধ ছিল অপরাপেক্ষা বেশি। অবস্থার উন্নতিকল্পে মহাজন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হলুদ নদী সবুজবন এর মতই এ উপন্যাসে ধনিক বুর্জোয়া শ্রেণির পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণি দৃশ্যত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে স্বল্প থেকে বৃহত্তের পানে সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছে। প্রাচীনত্ব অন্ধকার গহ্বরে মুখ লুকিয়ে থাকেনি দিনের আলোর মত আধুনিকতায় প্রজ্বলিত হয়েছে অথচ মুন্ডা ব্যতিরেকে সমস্ত কিছুর মানোন্নয়ন হয়েছে। তারা যত্ন সহকারে ফসল উৎপাদন করেছে। দুর্ভাগ্য! কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে তাদের অবস্থান অবমূল্যায়িত হয়েছে। রনজিৎ গুহ নিম্নবর্গের অর্থনির্ণয়ে *Concise Oxford Dictionary*-র আশ্রয় নিয়ে বলেছেন:

> *The word ÔsubalternÕ in the tittle stands for the meaning as given in the Concise Oxford Dictionary, that is, Ôof inferior rankÕ. It will be used in these pages as a name for the general attribute of subordination in South Asian Society whether this is expressed in terms of class, caste, age, gender and office or in any other way.* (Guha, 1997: viii)

সমসাময়িক সময়ে কয়লা খনির হাত ধরে ভারতবাসীর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বিশাল অরণ্য এ খনির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সভ্যতার অগ্রগতিতে অত্যাচারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপল দত্তের অঙ্গার নাটকে যেমন নিরুপায় মানুষগুলো জীবনের তাগিদে প্রাপ্য মূল্য অপেক্ষা স্বল্প অর্থের বিনিময়ে কয়লা খনিতে ক্ষমতাবান মহাজনের অধীনে কাজ করেছে। তেমনি এ উপন্যাসে টিকাদারশ্রেণি অসহায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শোষণ কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল। অন্যায়ের সমুচিত জবাব দিলে হিংস্রতা নেমে এসেছে। তাই নীরব নিরুত্তরে সমস্ত অপরাধ মেনে নিয়েছে। সেখানে কেবল অবগুণ্ঠনে দগ্ধ মৃত্যুপথ যাত্রী হওয়ার অধিকার উন্মুক্ত ছিল। একসময়ে যে মুন্ডা-মুন্ডা সমস্যার সমাধান করেছে পরবর্তীতে ছগনদের পারস্পরিকতা সমস্যা উত্তরণের পথ খুঁজেছে। ধীরেন্দ্রনাথ মাহাতোর 'জাগো' কবিতায় যেভাবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংঘবদ্ধ শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, "জাগো জাগো আদিবাসী লোক/ সমস্যা সে যতই কঠিন হোক।/ সবে মিলে হলে একত্র/ খুলে যাবে সবার নেত্র।" (বরকত, ২০১৩: ৩৬১) তেমনি বৈপরীত্য মোকাবেলায় লোকবল ও শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনে চোট্টি বলেছে, "একসাথে হয়ে মাটি কামড়ালে যদি টিকতে পারি। নয়তো সব ছাড়ি পথ বেরাতে হবে।" (দেবী, ১৯৮০: ১৮৯) এজন্য প্রয়োজন স্বকীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ অথবা পুনরাবৃত্তিতে উপনিবেশি প্রভাবমুক্ত আত্মপরিচয় সৃষ্টি করা। অর্থাৎ:

> *সাম্রাজ্যবাদ জাতির অতীতে যা দমন করে এসেছে, চাপা দিয়ে রেখে এসেছে, তা আবিষ্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বি-উপনিবেশায়নের একটা ভিত তৈরি হতে পারে, সেখানে দাঁড়িয়ে পরের পদক্ষেপগুলো নেওয়া যায়।* (সাঈদ, ১৯৯৪: ২৫৩)

চোট্টি দিকু মহাজনের বিপরীতে নকশালকর্মীদের পক্ষপাতিত্ব করেছে। সামন্ততান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদীদের সমূলে নিপাতকরণে তাদের পদচারণা স্থির ছিল। তারা ছিল অন্যায়ের প্রতিরোধকারী। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জোতদার ও মালিক শ্রেণিকে ধ্বংস করে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা। এ কারণবশত নকশালকর্মীরা রাষ্ট্র বিরোধী, সমাজ বিরোধী ও আইনের চোখে অপরাধী ছিল। কেননা, "ওরা জোতদার, মালিকদের কাটে, বন্দুক ছিনায়, পুলিশের সাথে লড়াই উঠায়।" (দেবী, ১৯৮০: ২৩৭) তাদের দুর্নিবার অভিসার প্রসঙ্গে র‍্যাডিক্যালদের মুখপত্র ছাত্রফৌজ তাদের প্রথম পাতায় বড় বড় লাল

হরফে প্রকাশ করেছে, "রক্তঝরা বুলেটজীর্ণ নকশালবাড়ির মাঠে খসে পড়ুক সমস্ত তথাকথিত প্রগতিশীলতার মুখোশ।" (ভট্টাচার্য, ২০২১: ৭৭) ঘটনাটি অতিবাম বিচ্যুতি, শিক্ষিত ও উৎসুক সম্প্রদায়ের হতাশা, নিরুদ্বেগ এবং নৈরাশ্য হলেও যা কিছু সদা দৃশ্যমান বাস্তবতার নিরিখে সৃষ্টি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সে কারণেই আন্দোলন উদ্ভুত, অজিজ্ঞাসিত ও বিস্তৃত হয়েছে। তবে স্বপ্ন পূর্ণতা পায়নি, নিষ্ঠুর নির্মমতায় মৃত্যু আঘাত হেনেছে।

হরবংশের ঠিকাদারী ব্যবসায়ে লাভের একটা বড় অংশ ছিল ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। যিনি মুখোশের অন্তরালে শান্তমনা থেকে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থে আড়কাঠির ভূমিকা পালন করেছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের কর্ণফুলী উপন্যাসের চোরাকারবারি, উচ্চাবিলাসী ও কামুকতায় পঙ্কিল ইসমাইল চরিত্রের মতই এ উপন্যাসের রোমিও ছিল অসভ্য বর্বর সমাজের প্রতিনিধি। তার আচরণ ছিল বিসদৃশ উগ্রপন্থী স্বভাবের। চোট্টির উদ্দেশ্য ছিল শত্রু বিনাশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা। ফলত, "Cotti Munda the hero of your novel, is a figure of continuity, from the Ulgulan, to the Emergency and post-Emergency." (আরা, ২০২১: ৮০) চোট্টি যুবলীগ সদস্য জব্দের পরিকল্পনা করেছে। দুর্দম তেজে পাল্টা আক্রমণ করেছে। বস্তুত, "জাগীর সিং ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় ও ক্ষিপ্র হাতে ওদের মুখে ন্যাকড়া গুঁজে দড়ি দিয়ে বাঁধতে থাকে। চোট্টি বলে, শুওর বাঁধা বাঁধবি।" (দেবী, ১৯৮০: ৩১৫) অরণ্যের অধিকারে উলগুলান বিদ্রোহে যেমন বন্দুকের কাছে তীর ধনুক নত স্বীকার হয়নি একইভাবে চোট্টিরা সে পথ অনুসরণ করেছে। প্রসঙ্গত, "তাঁদেন বঞ্চনা ও শোষণ এবং এই শোষণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্রোহ ... বিদ্রোহিনী মহাশ্বেতাকে সব থেকে বেশি আকৃষ্ট করেছে।" (রায়, ২০১৫: ৩১৪)

১৯৭৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দায়িত্ব-কর্তব্যের জায়গা থেকে সরকার চোট্টিতে এসে অঞ্চলটি পরিদর্শন ও সকলের সাথে মত বিনিময় করেছেন। সুসময়ের জন্য অপেক্ষায় রত হতে এবং সরকারের উপর আস্থা রেখে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ দিয়েছেন। দুঃখী লোকের সন্তানকে কোলে তুলে চিত্র ধারণ করেছেন। বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকে দুজন প্রতিবেদক যে আঙ্গিকে শুধুমাত্র লোক দেখানো অসাধুতায় ক্ষুধার্ত ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত শিশু, বৃদ্ধ এবং নারীর সাথে ছবি তুলেছে, চোট্টিতে সরকারের কার্যক্রম একইভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। তাদের কৌশলগুলো পৃথক হওয়ার নিমিত্তে চোট্টির ভাষ্য, "কিছুই বদলাই নাই, জুলুমটো বাড়ছে শুধু।" (দেবী, ১৯৮০: ৩৭৫) ভোট কিনে নেওয়ার প্রচলন পূর্ব থেকেই বর্ধিত ছিল। সেখানে অর্থের অপব্যবহার চলেছে। অর্থ প্রতিযোগিতায় যোগ্য প্রার্থীর আসন অধিষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নবর্গীয়রা সহজ, সরল হওয়ায় নির্বাচিত সরকারের রঙ পরিবর্তন বুঝতে অক্ষম ছিল। এ প্রেক্ষাপটে দেবীর আত্মকথন:

> *আমাকে লিখতে হবে, কারণ এই সব জিনিস হারিয়ে যাবে।...যেমন করেই হোক যে সময়টা আমি দেখেছি তাকে লিপিবদ্ধ করে যেতে হবে, কেননা সেই সময়টা চলে যাচ্ছে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে।* (আরা, ২০১৮: ১১৫)

রোমিওরা কোনো নিয়মের অনুশাসনে গন্ডিবদ্ধ ছিল না। মাত্রাতিরিক্ত দাম্ভিকতা ও সাম্রাজ্যবাদীতাই তাদের গ্রাস করেছে। শেষপর্যন্ত অহংকার ধুলোয় লুণ্ঠিতে বিভৎস মৃত্যুর কাছে পরাজিত হয়েছে। মৃত্যু পরবর্তী সময়ে তাদের নিথর দেহকে বনের হায়ানা শেয়াল নিজ আধিপত্যের দাবিদার বলে প্রতিপন্ন করেছে। ওদের মৃত্যুতে অন্তরালে অবস্থানকারী শাসকেরা দীর্ঘদিনের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের হুঁশিয়ারি বার্তা দিয়ে লুকানো দানবমূর্তি উন্মোচন করেছে। মেলায় বাহাত্তরটি ঘন্টা শেষ হলেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নিজ জায়গায় অটুট থেকেছে। চোট্টি ছিল উদার মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যিনি মূল অপরাধী না হয়েও নিজ কাঁধে সমস্ত অপরাধের দায় নিয়েছে। লাল, সোমচর, দিশাদের অসুর নিধন বর্ণনাকে নিজ পরিকল্পনা বলে সর্বসম্মুখে উপস্থাপনে উচ্চারিত হয়েছে:

> *বুকে হাত ঠুকে বলে, আমি মারছি হাঁ আমি মারছি, হাঁ আমি চোট্টি মুন্ডা বটেক। আর ই লরে একবার জুলুম উঠাও তো চোট্টি গ্রামে লালা আর চাচা, কাছারিতে তুমি, কেউ জীন্দা রবে না।* (দেবী, ১৯৮০: ৩৯১)

চোট্টি সত্যতা আত্মপ্রকাশে ধানী মুন্ডার সাথে তার যোগসাদৃশ্যতা গর্বের সহিত স্বীকার করেছে। ধানীই ছিল তার মন্ত্রপড়া তীর শেখানো গুরু। যিনি তাকে ভয়কে জয় করার দীক্ষা দিয়েছেন। তার এক নিশানা ভেদেই তপশীলী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আন্দোলন এক সূত্রে বাধা পরেছে। ফলে সাহস শতগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এস.ডি.ও. চোট্টিকে মারতে উদ্যত হলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, "চেঁচিয়ে ওঠে, না! যারা আদিবাসী নয় তারাও নিষেধের হাত তোলে। একদিকে চোট্টি, অন্যদিকে এস.ডি.ও. মাঝে শূন্যে উত্তোলিত হাজার ধনুক। আর অনেক উত্তোলিত হাতে সাবধান ঘোষণা।" (দেবী, ১৯৮০: ৩৯২) চোট্টি তীরকে কেন্দ্র করে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির জোরপূর্বক ক্রটির মুখোমুখি হয়েছে। বারবার হোঁচট খেয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য থেকে সরে আসেনি। জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় হতে শিক্ষা গ্রহণে জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে, বহিরাগত দ্বন্দ্ব অবসানে পরবর্তী স্বাধীকার আদায়ের পথ সচল হয়েছে। উপন্যাস নির্মাণে মুক্ত সমাপ্তিকরণের তাৎপর্যতায় গায়ত্রীর মতামত, Ò...The novel has an open end, a thousand hands raised but the conclusion forever suspended." (আরা, ২০১৮: ১১৫) এ প্রবন্ধে বিস্তৃত একটি সময় এবং সেই সময়ের সমাজ ও রাজনীতির উত্থান-পতন এবং অবক্ষয়ের বিবরণধর্মী পর্যালোচনা এসেছে। চোট্টিই সমাজ পরিবর্তন ব্যবস্থাপক এবং একটি সমতাভিত্তিক আন্দোলনের কারিগর ছিলেন। যার অভূতপূর্ণ ঐক্যশক্তির দীপ্ততায় বিজয় নিশ্চিত হয়েছে। কার্যত, চোট্টি মুন্ডা কেন্দ্রিয় চরিত্রের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়ে গোটা বিংশ শতাব্দীর নির্ভীক অন্যায়ের প্রতিরোধক এবং দুঃসাহসিকতার মূর্ত প্রতীক।

৫.০ ফলাফল ও ব্যাখ্যা

লেখিকা সমসাময়িক বিষয়বস্তুকে তুলে এনে নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কলম ধরে প্রত্যেকটি জয়, পরাজয় ও অত্যাচারের চিত্রকে পরিবর্ধন করেছেন। বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির অসাধারণ সাদৃশ্যতায় তাদের একজন হয়েছেন। চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর উপন্যাসটি বিরসা মুন্ডা ও উলগুলানের সাথে সর্বাংশে নিহিত হলেও সমাপ্তিতে সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার (মুন্ডা, ওঁরাও, গঞ্জু, দুসাদ ও ধোবি) সম্প্রীতিতে অপ্রাপ্তিগুলো পূর্ণতা পেয়েছে। প্রকৃত বন্ধু বিপদ কিংবা অপঘাত মৃত্যুর অস্পর্শী। তারা শুভাকাঙ্ক্ষীদের ছায়াতলে থাকে। বিরুদ্ধ শক্তি হাজার হাজার ইতিবাচক সদর্থকের কাছে পরাজিত হয়। চোট্টি ছিল এক আদর্শ রচনার যুগস্রষ্টা। অন্যদিকে এস.ডি.ও., চাচা, তীরথনাথের মত লোকেরা শাসন-শোষণে সম্পৃক্ত অন্যায়ের সমর্থনকারী ও সমাজ, রাষ্ট্র এবং দুশমনদের পরম সুহৃৎ। তাই বিজয় তাদের দ্বারা সূচিত হয়নি। সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলকামী চোট্টির নিকট পরাজিত হয়েছে।

৬.০ উপসংহার

চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীরে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবন অনুষঙ্গ ও জীবন সংগ্রাম পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বিষয়গত বৈভবে অনন্যসাধারণ এ উপন্যাসে লেখিকা নিম্নবর্গীয় ইতিহাসের ঐতিহাসিক সৃজন রচনায় ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদে এক বিকল্প বৈপ্লবিকতার শুভ অভ্যুদয় নির্মাণে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং মূলস্রোতের মিলনবিন্দুতে একত্রিত হয়েছেন। আমার এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত 'প্রান্তিকশ্রেণির প্রতিনিধিত্বে মহাশ্বেতা দেবীর চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর : ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ' নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দলিতশ্রেণির জীবনলিপি অনুসন্ধানে ঔপন্যাসিকের শিল্পসৃষ্টির নির্মল প্রতিমূর্তি, আত্মমুক্তির অন্বেষা, অন্তর্নিহিত ভ্রান্তির সংশোধিত রূপায়ণযোগ্য প্রবণতা দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ অঙ্কুর জাগরণেই পৃথিবীতে অন্যায়কারীরা লক্ষ্যচ্যুত হয় এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনকারীরা কালের গর্ভে বিলীন হয়েও কর্মের কৃতিত্বে জাগরুক থাকেন।

৭.০ গ্রন্থপঞ্জি

আরা, হোসনে. (২০১৮). *মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন* (১ম সংস্করণ). ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা. ISBN: 978-984-510-022-9.

আরা, ড. শামীম. (২০২১). বেঠবেগারীর ভয়াবহতা প্রসঙ্গ অরণ্যের অধিকার ও চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর. *সাহিত্যিকী*, ৫১(৬২), পৃষ্ঠা ৮০. ISSN: 1334-4111.

খান, রফিকউল্লাহ. (১৯৯৭). *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ* (১ম সংস্করণ). বাংলা একাডেমি. ISBN: 9840758225.

খাতুন, দিলরুবা. (২০২৩). *মহাশ্বেতা দেবী কথাসাহিত্যে আদিবাসী জীবন. Trisangam International Refereed Journal* (*TIRJ*), 3(iv), পৃষ্ঠা ১৬০. ISSN: 2583-0848.

গাজী, মোঃ সাইফুজ্জামান. (২০১৬). *বাংলাদেশের উপন্যাসের ভূমি ও মানুষ (১৯৪৭-২০০০)* (২য় সংস্করণ). মনন প্রকাশ. ISBN: 9847019000495.

ঘোষ, বিশ্বজিৎ. (২০১৪). *বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (১ম সংস্করণ). সোনার বাংলা প্রকাশন. ISBN: 9845695027.

চক্রবর্তী, নমিতা. (২০১৭). *মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস: জীবনবোধ ও সমাজ ভাবনা.* উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়. ISBN: None. URL. https://ir.nbu.ac.in/handle/123456789/2668

চৌধুরী, ফকরুল. (২০১১). *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ* (২য় সংস্করণ). আগামী প্রকাশনী. ISBN: 9789840413164.

দেবী, মহাশ্বেতা. (১৯৮০). *চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর* (১ম সংস্করণ). করুণা প্রকাশনী. ISBN: 9788184371284.

নাহার, বদরুন. (২০১৬). মহাশ্বেতা পাঠ, অরণ্যের অধিকার ও আজকের বাংলাদেশ. গোলাম সরওয়ার (সম্পা.), *দৈনিক সমকাল*, ২১ (৫০৩), পৃষ্ঠা ৯. ISSN: 1366-9014.

বর, ড. তপন. (২০১৫). *মহাশ্বেতা দেবী, চোট্টিমুন্ডা এবং তার তীর: লোকজীবনের মহাকাব্য* (১ম সংস্করণ). অপর্ণা বুক ডিসট্রিবিউটর. ISBN: 9788004372275.

বরকত, ড. হিমেল. (২০১৩). *বাংলাদেশের আদিবাসী কাব্যসংগ্রহ* (১ম সংস্করণ). মাওলা ব্রাদার্স. ISBN: 9789740414151.

বিশ্বাস, মিল্টন. (২০২১). *সাব-অল্টার্ন তত্ত্ব : উদ্ভব, বিকাশ ও প্রভাব* (১ম সংস্করণ). জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী. ISBN: 9789849490432.

ভট্টাচার্য, অমর. (২০২১). *নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন লাল তমসুক* (৫ম সংস্করণ). নয়া ইস্তাহার প্রকাশনী. ISBN: 9789381346792.

মাওলা, আহমেদ. (২০০৯). *বাংলাদেশের উপন্যাসের শৈলী* (১ম সংস্করণ). বিদ্যাপ্রকাশ. ISBN: 9847013800576.

মজুমদার, রামেন্দু. (২০১৮). *বাংলাদেশের নির্বাচিত নাটক প্রথম খন্ড* (১ম সংস্করণ). নবযুগ প্রকাশনী. ISBN: 9788129522832.

রায়, সত্যেন্দ্রনাথ. (২০১৫). *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা* (১ম সংস্করণ). দে'জ পাবলিশিং. ISBN: 9788129522832.

Devi, Mohasweta. (2019). *Cotti Munda and his arrows* (Translated and introduced by Gayatri Chakraborty Spivak) (2n Edition). Seagull Book. ISBN: 9780857426772.

Fannon, Frantz. (1980). *BlacK Skin, White Mask* (3rd Edition). Perseus Books Group. ISBN: 9780802143006.

Guha, Ranajit. (1997). *Subaltern studies Reader 1986-1995* (1st Edition). University of Minnesota Press. ISBN: 9780816627592.

Said, Edward. (1994). *Culture and Imperialism* (1st Edition). Vintage. ISBN: 9780099967507.

৮.০ গবেষক পরিচিতি

শামীমা আক্তার মীম (Shamema Akter Meem)
সহকারী গবেষক, ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এডিটিং (IRE)
গবেষণা বিভাগ, লালমাটিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
প্রাক্তন শিক্ষার্থী: গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ-৮১০৫।
ইমেইল: Shamimaaktermeem4@gmail.com